ঝিনাইদহে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা, স্বামী-সতীনের মৃত্যুদণ্ড

ঝিনাইদহে যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে পুড়িয়ে ও নির্যাতন করে হত্যা মামলায় স্বামী সতীনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আ. গনি বিশ্বাসের ছেলে শহিদুল ইসলাম ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী চম্পা খাতুন। তারা পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, যৌতুক দিতে অস্বীকার করায় ২০১২ সালের ২৩ জানুয়ারি ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মাজেদা খাতুনকে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় স্বামী শহিদুল ও সতিন চম্পা খাতুন। মাজেদার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় চৌকিদার শহীদুল ইসলাম সদর থানায় মাজেদার স্বামী শহিদুল ইসলাম ও প্রথম স্ত্রী চম্পা খাতুনকে আসামি করে একটি নারী নির্যাতন মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ২০১২ সালের ৩০ এপ্রিল চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়া শেষে আদালত ওই মামলা রায় ঘোষণা করে। দণ্ডিতরা বর্তমানে পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে ব্যাতিক্রমি দুধ

খাওয়ানো উৎসব অনুষ্ঠিত

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে ব্যাতিক্রমি দুধ খাওয়ানো উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৭’শ ৭০ জন ছাত্রীকে দুধ খাওয়ানো হয়।

জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা মনোজিৎ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরিফুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষী রানী পোদ্দার, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ডা. সুব্রত কুমার ব্যানার্জী। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ সদর লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার ডা. তারেক মুসা। আয়োজকরা জানায়, প্রাণি সম্পদ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ছাত্রীদের দুধ খাওয়ার অভ্যাস করতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দুধ খাওয়ানো হয়। সেসময় দুধের পুষ্টিগুণ নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন ।

দেশীয় তামাক শিল্প রক্ষার দাবীতে ঝিনাইদহে তামাক চাষীদের মানববন্ধন

তামাকের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করতে দেশীয় তামাক শিল্প রক্ষার দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (৬ মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ও তামাকচাষীরা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তব্য দেন দেশীয় তামাক চাষী কল্যান সমিতির (ঝিনাইদহ-মেহেরপুর জেলার আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন রিন্টু, যুগ্ম-আহ্বায়ক দুদু শাহ্, রুহুল আমিন, সদস্য রমজান আলী মিন্টু, চাষী আমিনুল ইসলাম পিলু, রবিউল ইসলাম জনি, জহুরুল ইসলাম, হোসেন আলী, শাকিরুল ইসলাম,উজ্জ্বল মিয়া, ওমর আলী প্রমূখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশীয় মালিকানাধীন তামাক শিল্পের অস্তিত্ব বিলিনের পথে। এই শিল্পকে কে রক্ষার জন্য আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। তারা আরো বলেন, আমাদের মাটি এবং আবহাওয়া তামাক চাষের উপযোগী। সার, তেলসহ বিভিন্ন দ্রব্যের দাম যে ভাবে বেড়েছে তাতে ন্যায্য মূল্যে তামাক বিক্রি করতে না পারায় আজ আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি ঠিকমত তামাক চাষ করতে পারছি না। দেশীয় কোম্পানিগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারলে তামাকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শতভাগ দেশীয় কোম্পানিগুলোর জন্য আলাদা নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। এতে হুমকির মুখে পড়েছে ৩০টি দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি।

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তারা বলেন, কাজ করে দু- মুঠো ডাল-ভাত খেতে চাই, তাই আমাদের তামাক চাষের সুযোগ দিন। আমরা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে তামাক উৎপাদন করতে চাই।

ঝিনাইদহে তরুণ উদ্যোক্তা মোটরসাইকেল ব্যবসায়ী হিসেবে জনপ্রিয় সোনার বাংলা মটরস্

ঝিনাইদহ শহরে তাসলিমা ক্লিনিকের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত সোনার বাংলা মটরস্। প্রোপাইটার- তাপস কুণ্ডু, সনজিত কর্মকার।

ঝিনাইদহ শহরের উত্তপ্ত গ্রাম অঞ্চলে প্রিমিয়াম বাইক থেকে শুরু করে সকল ধরনের বাইক ক্রয় বিক্রয় মানেই সোনার বাংলা মটরস্। প্রতিটা গ্রামে তার কর্মীরা একটিভ থাকে বাইক কালেকশন এর জন্য, ভালো মানের বাইক এবং কম বয়সী বাইক কালেকশন করে থাকে।

কাগজ নিয়ে নেই কোন ঝামেলা ১০০% কাগজ গ্যারান্টি দিয়ে গাড়ি বিক্রয় করে থাকে সোনার বাংলা মটরস্। পিক নয় কাস্টমার সেবায় সোনার বাংলা মটরস্ মূল উদ্দেশ্য শহরে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সাথে গ্যারান্টি দিয়ে সব থেকে কম প্রফিট এ গাড়ি বিক্রয় করে একমাত্র

সোনার বাংলা মটরস্।

সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা প্রফিট এ গাড়ি বিক্রি করা সোনার বাংলা মটরস্। যার কারনে সবার কাছেই খুবই জন প্রিয় হয়ে উঠেছে। সোনার বাংলা মটরস্ প্রোপাইটার সনজিত কর্মকার বলেন কাস্টমারের সেবা দেয় আমাদের মূল ধর্ম, আমরা সব সময় কাগজ পাতি এবং গাড়ির দিক থেকে ফেরেশ থাকতে চাই।

ঝিনাইদহে প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের পরিবর্তে সিন্ডিকেটের হাতে

বর্তমান সরকারকে বলা হয় কৃষি বান্ধব সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই খাদ্যে সয়ংসম্পুর্ণতা অর্জণের লক্ষ্যে কৃষিতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে আসছে। নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনাবাদি জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। সরকার ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত বরাদ্দে ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু করেছে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। সরকার স্বচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঝিনাইদহের চিত্র ভিন্ন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে ঝিনাইদহে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে।

ভর্তুকীর মাধম্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত পাওয়ার টিলার, সিডার, কম্বাইন্ড হারভেষ্টার, রাইস প্লান্টার বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে, উঠে এসেছে সিন্ডিকেটের অর্থ বাণিজ্যের তথ্য। শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ সিন্ডকেট। কাজেই এই প্রকল্পের সুফল কৃষক পাচ্ছে না, নয়-ছয় করে পকেট ভরছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু হওয়া ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পে এপর্যন্ত ঝিনাইদহে ১০ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনা কি কৃষক পেয়েছে? প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষকদের আবেদনের মাধ্যমে প্রণোদনার

মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সবার লাভ থাকে। কিন্তু এতে করে সরকারের এই ভর্তুকীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে?

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, প্রণোদনায় প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো ৩ বছরের আগে বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। ঝিনাইদহে যন্ত্রের প্রকার ভেদে সরকার একেক রকমের প্রণোদনা দিচ্ছেন। একটি হারভেস্টারের সরকার বর্তমানে ১৪ থেকে সাড়ে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ভুর্তকী দিচ্ছেন। সিডারে বর্তমানে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকী দিচ্ছেন। শুধু পাওয়ার টিলারে ৫০ হাজার টাকা, পাওয়ার থ্রেসারে ৪৮ হাজার, রিপারে ৯০ হাজার বেড প্লান্টারে ৯০ হাজার ভর্তুকী দিচ্ছেন সরকার। প্রতিবছর উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে কৃষি অফিসে আবেদন করতে বলা হয়। আবেদনের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে কমিটির মাধ্যমে ঢাকায় পাঠানো হয়। পাশ হয়ে আসলে বিতরণ করা হয়। মেশিনের দাম সব প্রকল্প অফিস থেকে পাশ হয়ে আসে।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের উপ পরিচালক আজগার আলী জানান, কৃষক যদি পাওয়ার পরে বিক্রি করে ফেলেন তাহলে আমরা কি করবো। আমরা তো কৃষকের ভালোর জন্যই দিচ্ছি। এই বিষয়ে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনওদের সাথে কথা বলতে বলেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, তিনি গত ডিসেম্বরে ঝিনাইদহে যোগদান করেছেন। তার যোগদানের পরে প্রণোদনার কোন যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়নি। তবে যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। ঝিনাইদহের অগ্নিবীণা সড়কের সেচ বিতান ও বিসমিল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং মিশনারিজ থেকেই এই কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর মধ্য সেচ বিতান থেকেই বেশিরভাগ বিতরণ করা হয়েছে। সেচ বিতানের কর্মচারী সাহাবুদ্দিন নিজে কৃষি কাজ না করলেও তিনি পেয়েছেন প্রণোদনার পাওয়ার টিলার। অন্যান্য সকল ইউনিয়ন বা এলাকা থেকে ফুরসুন্ধি ইউনিয়নের মানুষের নাম বেশি রয়েছে তালিকায়।

জানাগেছে, সেচ বিতানের মালিক রিপনের বাড়ি ফুরসুন্ধি ইউনিয়নে। তার চেষ্টাতেই এই ইউনিয়নের লোকজনের নাম বেশি এসেছে। চলতি অর্থবছরে একটি সিডার ও পাওয়ার টিলার দিয়ে প্রকল্পে মূল্য ধরা হয়েছে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার। কিন্তু খোলা বাজারে একই ব্রান্ডের একটি পাওয়ার টিলার ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার মধ্যে ও একটি সিডার ৩০ হাজার

টাকার মধ্য অর্থাৎ দুই লাখ টাকার মধ্যে পাওয়া গেলেও শোরুম গুলো প্যাকেজের মূল্য নিচ্ছেন দুই লাখ ৫৫ হাজার। যেখানে প্রচলিত মূল্যের থেকে ৫৫ হাজার টাকায় বেশি নেওয়া হচ্ছে।

সেচ বিতানের মালিক রিপন অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কারো নামে প্রণোদনার যন্ত্রপাতি উত্তোলন করেননি। যার তা সে নিজেই করেছে। সরকারের নির্ধারিত দামেই আমরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছি।

জনতা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মালিক আলমগীর হোসেন জানান, ঝিনাইদহের বাজারে যেই পাওয়ার টিলারগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেই গুলো মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গার। ওগুলো ঝিনাইদহের নয়। জেলায় সব থেকে বেশি সাপ্লাই দেয় সেচ বিতান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কোন গ্রাহকের নামে যন্ত্রপাতি উত্তোলনের সাথে জড়িত নন বলে জানান।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম জানান, আমরা প্রণোদনার পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাজারে বিক্রি হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত করেছি। অনেকগুলো জায়গায় এর সত্যতা পেয়েছি। আমরা আরও তদন্ত করবো। এই বিষয়ে আমরা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে জানাবো।

সমন্বিত ব্যবস্থার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম জানান, সারাদেশে খুব সচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ঝিনাইদহে কিছু অনিয়মের তথ্য আমি শুনেছি। আমরা তদন্ত করবো। সত্যতা পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

উল্লেখ্যঃ প্রকল্পটি গত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত বরাদ্দ ৩ হাজার ২০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে ১৫০০০টি কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। হাওর ও উপকূলীয় এলাকা দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং ৭০% ভর্তুকি থাকায় যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহ অনেক বেশি। সমতল এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ পরিবারের সকলের সহযোগিতায় নিজেই চাষাবাদ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০০টি রিপার বিতরণ করা যাবে। জেলার সচেতন মানুষ দাবি তুলেছেন সরকারি অর্থ সঠিক ভাবে প্রকৃত কৃষকদের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। ঝিনাইদহে সরকারি প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি বরাদ্দ ও বিক্রির এই সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

ঝিনাইদহ কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহ কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী নবীন বরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী নবীন বরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নিং বডির সভাপতি আক্কাচ আলীর সভাপতিত্বেতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন, জেলা শিক্ষা অফিসার শেখ মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শেখ মোঃ কামরুজ্জামান, স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার বিশ্বাস,ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এসএটিভির জেলা প্রতিনিধি ও গভর্নিং বডির সদস্য ফয়সাল আহমেদ, চিত্তরঞ্জন, ভরত কুমার,সুচিত্রা রানী সাধু খাঁসহ অন্যাঅন্য। পুরস্কার বিতরণ শেষে সন্ধায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুন্ডুতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলি হত্যা মামলায় তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

রোববার (৫ মার্চ) ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমান অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

দন্ডিতরা হলো-ওই গ্রামের এলেম মন্ডলের ছেলে আসাদুল হক, আলী মন্ডলের ছেলে খাকচার আলী মন্ডল ও খাকচার মন্ডলের ছেলে আনিচুর রহমান মন্ডল।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা জানান, ২০১৪ সালের ৭ জুলাই হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলিকে মোবাইলে ডেকে নিয়ে যেয়ে আসাদুল হককে হত্যা করে। পরে ৯ জুলাই সকালে গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে তার মাটিচাপা দেওয়া লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আসামীরা তাকে মাথায় আঘাত করে, সাইকেলের টিউব দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুতে রাখে।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে ২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত রোববার আসামী আসাদুল হক, খাকচার আলী মন্ডল ও আনিচুর রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন। মামলা চলাকালে আসামী তোয়াজ উদ্দিন মারা যাওয়ায় তাকে মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে গাছ কাটার অভিযোগ স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে

কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সাবেক স্কুল শিক্ষক আলা উদ্দিন (আলার) বিরুদ্ধে। তবে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না ওই কর্মকর্তারা। এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনে মামলা করা হবে বললেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের কুল্লাগাছার

আসলাম মোড়ের সামনের মাঠের সড়ক এটি। এ সড়কের কিছু দুরে সাবেক স্কুল শিক্ষক আলা উদ্দিনের রয়েছে সড়কের পাশের একটা জমি।

সম্প্রতি ওই সড়কের পাশের ১৩ টি অপরিপক্ক কাঠের গাছ কেটে বিক্রি করেছেন ওই শিক্ষক। যার মধ্যে ছিল ১২ টি মেহগনি ও একটি লম্বু গাছ।

ওই গ্রামের খলিল মন্ডল বলেন, গাছগুলো মাস্টার সাহেব লাগিয়ে ছিল। তবে বর্তমানে গাছ গুলো রাস্তার মধ্যে পড়েছে। তিনি বলেন, মোট ১৩ টি গাছ কেটে দিয়েছেন। এরমধ্যে একটা লম্বু ও ১২ টি মেহগনি গাছ ছিল। মাস্টার সাহেব গাছ গুলো মেরে বিক্রি করে দিয়েছেন। বাধা দিয়ে ছিলেন কিনা, এমন প্রশ্ন তিনি বলেন, আর বাবা,আমরা বাধা দিয়ে কি করবো। হ্যালো করলেই শেষ। কারন ওনারা তো নেতা মানুষ।

একই কথা বলেন,কামারুল ইসলাম বলেন, গাছগুলো বেশ বড় হয়েছিল। কয়েক দিন আগে তিনি আসাননগর গ্রামের ওসমান ব্যাপারি কাছে বিক্রি করেছেন।

এ ব্যাপারে ওই শিক্ষক বলেন,গাছগুলো আমার লাগানো ছিল। জমি মাপার পরও দেখা গেছে গাছ গুলো আমার জমির মধ্যে পড়েছে। এরপরও আমি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গিয়েছি। পরে ওনাকে নিয়ে এ্যাসিলান্ড,বনবিভাগ ও নায়েব সাহেবের কাছে ও গিয়েছিলাম। নায়েব সাহেব আমাকে জমি মাপার পর গাছ কেটে নিতে বলেছেন।

আলা উদ্দিন (আলা) ছিলেন গুড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে তিনি অবসরে আছেন।

এলাঙ্গী ইউনিয়ন সহকারী কমিশনার (ভুমি) শরিফুল ইসলাম বলেন, গাছ কাটার বিষয়টি আমি জানিনা। আপনাদেরকে মিথ্যা বলেছেন। খোঁজ খবর নিয়ে ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই কথা বলেন, উপজেলা বন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমাদের নাম নিয়ে ওনার কার্যসিদ্ধি করেছেন। এ বিষয়ে কিছুই জানা নাই। ইউএনও স্যারের বলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমার জানা ছিল না। খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। ওনি কিসের বলে,কিভাবে গাছ কেটেছেন। অনিয়ম করে গাছ কাটলে ওনার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

ভোটার হব নিয়ম মনে, ভোট দিব যোগ্যজনে” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তর একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার খান মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বে ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, মডেল থানার তদন্ত ওসি জগন্নাথ চন্দ্র, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, পৌর সভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, সাফদারপু ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ওয়াহিদ মুরাদ,সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, বয়স ১৮ হলেই ভোটার হওয়ার জন্য সঠিত তথ্য প্রদান করে নিভূল ভোটার প্রনয়ণে সহয়তা করার আহ্বান জানান এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী,সাধারণ ভোটার সহ বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]